সমকাল

15 MAY 2026

ShopUp

দুই দেশে ৩০০ টন চাল রপ্তানি করেছে শপআপ

■ শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

বিটুবি কমার্স প্ল্যাটফর্ম শপআপ সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত রপ্তানি বরাদ্দের অধীনে সৌদি আরব ও যুক্তরাজ্যে ৩০০ টন চাল রপ্তানি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সেখানে পণ্য সরবরাহ করার সক্ষমতা আন্তর্জাতিক বাজারে শপআপের ক্রমবর্ধমান কার্যক্ষমতা এবং নিয়ম মেনে কাজ করার সক্ষমতার প্রমাণ।

গতকাল বৃহস্পতিবার শপআপের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়। এতে বলা হয়, রপ্তানি পণ্যের তালিকায় উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়ে শপআপ এখন তাজা শাকসবজি এবং মৌসুমি ফলমূলের বাজারেও প্রবেশ করেছে। এই ক্যাটেগরিতে চাল বা ডালের মতো শুকনো পণ্যের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী সোর্সিং সমন্বয়, দ্রুত লজিস্টিকস এবং সূক্ষ্ম সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়।

এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় শপআপ সরিষার তেল, মুড়ি, অন্যান্য শুকনো খাবারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে এগিয়ে নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক খাদ্য বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শপআপ বাংলাদেশের সিইও আতাউর রহিম চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশ বিশ্বের বর্তমান চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন করে। আমাদের লক্ষ্য কেবল মাঝেমধ্যে কিছু রপ্তানি করা নয়, বরং এমন একটি অবকাঠামো তৈরি করা– যা বাংলাদেশি খাদ্যপণ্যকে বিশ্ববাজারে বড় পরিসরে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে পৌঁছে দেবে। চাল এবং তাজা পণ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ বিভিন্ন খাদ্য রপ্তানিতে বিশ্বে অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাবে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

15 MAY 2026

বড় শিল্পগোষ্ঠীর বৃহৎ ঋণের সীমা বাড়ল

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন

বড় আকারের ঋণ নিয়ে যারা ইতিমধ্যে আইনি সীমার বাইরে চলে গেছে, তারা এবার নিয়মের মধ্যে চলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলোর জন্য বৃহৎ ঋণের সীমা শিথিল করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে বড় অঙ্কের ঋণ নিতে তাদের আরও সুবিধা হবে। তবে বড় আকারের ঋণ নিয়ে যারা ইতিমধ্যে আইনি সীমার বাইরে চলে গেছে, তারা নিয়মের মধ্যে আসবে।

একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোকেও বড় অঙ্কের ঋণ বিতরণে নানা ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে একক গ্রাহকের ঋণসীমার শর্ত শিথিল করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও দুটি বেসরকারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীরা *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের একটি শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী একাধিক ব্যাংকে তাদের ঋণসীমা ছুঁয়ে ফেলেছে। এর বড় অংশই সরাসরি ঋণে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি বড় গ্রুপ ঋণসীমার কারণে চাহিদামতো ঋণপত্র খুলতে পারছে না। এলপিজি আমদানিকারকেরাও ঋণসীমা তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে আসছে। এ জন্যই এ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এতে অবশ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ কমে যেতে পারে।

বাড়ল সরাসরি ঋণের সুযোগ

নতুন নিয়মে এখন থেকে একটি ব্যাংক তাদের মোট মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ ফান্ডেড বা সরাসরি ঋণ দিতে পারবে একজন গ্রাহককে, যা আগে ছিল ১৫ শতাংশ। তবে ঋণসীমা কোনো অবস্থায়ই ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড দুটি মিলে ২৫ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। আগে সরাসরি ১৫ শতাংশ ও নন-ফান্ডেড ১০ শতাংশ ঋণ দিতে পারত। আগামী ২০২৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ নির্দেশনা কার্যকর থাকবে।

> একটি ব্যাংক তাদের মোট মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত সরাসরি ঋণ দিতে পারবে একজন গ্রাহককে, যা আগে ছিল ১৫ শতাংশ।

অর্থাৎ একটি ব্যাংকের মোট মূলধন ১০ হাজার কোটি টাকা হলে একটি গ্রুপকে এখন সরাসরি আড়াই হাজার কোটি টাকা ঋণ নিতে পারবে। আগে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ ও ১ হাজার কোটি টাকা ঋণপত্র সুবিধা নিতে পারত।

ঋণপত্র খোলার সীমাও বাড়ল

নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নন-ফান্ডেড এক্সপোজারের ক্ষেত্রে কনভার্সন ফ্যাক্টর ৫০ শতাংশের পরিবর্তে ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলো মোট নন-ফান্ডেড ঋণের ২৫ শতাংশ হিসাব করে তাদের বৃহৎ ঋণসীমা নির্ধারণ করতে পারবে। এই সুবিধা ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এরপর ধাপে ধাপে কনভার্সন ফ্যাক্টর বাড়ানো হয়েছে। ২০২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এটি ৩০ শতাংশ, ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। ২০৩০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আগের বিধান পুরোপুরি কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, আগে নন-ফান্ডেড ১০০ টাকার ঋণপত্র খুললে ৫০ টাকা ধরে হিসাব হতো, এখন তা ২৫ টাকা ধরে করতে পারবে। এর ফলে আরও বেশি ঋণপত্র খোলার সুযোগ পাবে বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলো।

ব্যাংকগুলোকে বড় সুযোগ

এদিকে বৃহৎ ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণের সঙ্গে ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের কত শতাংশ পর্যন্ত বড় আকারের ঋণ দেওয়া যাবে, সেটি পুনর্নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্তমানে যেসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের ৩ শতাংশের কম, তারা তাদের মোট ঋণের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃহৎ ঋণ দিতে পারে। নতুন নিয়মে খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশ হলে মোট ঋণের ৫০ শতাংশ বড় ঋণ হিসেবে দিতে পারবে। আর খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশের বেশি, কিন্তু ১৫ শতাংশের কম হলে বড় ঋণ হবে মোট ঋণের ৪৬ শতাংশ।

নতুন নিয়মে খেলাপি ঋণ ১৫ শতাংশের বেশি কিন্তু ২০ শতাংশের কম হলে মোট ঋণের ৪২ শতাংশ পর্যন্ত বড় ঋণ দেওয়া যাবে। খেলাপি ঋণ ২০ শতাংশের বেশি কিন্তু ২৫ শতাংশের কম হলে বৃহৎ ঋণ মোট ঋণের ৩৮ শতাংশ হবে।

নতুন নিয়মে ২৫ শতাংশের বেশি কিন্তু ৩০ শতাংশের কম খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের মোট ঋণের ৩৪ শতাংশ বড় অঙ্কের ঋণ দিতে পারবে। আর খেলাপি ঋণ ৩০ শতাংশের বেশি হলে বড় আকারের ঋণ হবে ব্যাংকের মোট ঋণের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত।

তবে মোট বৃহৎ ঋণের পরিমাণ ব্যাংকের মূলধনের ৬০০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। আগে এই হার ছিল ৪০০ শতাংশ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

15 MAY 2026

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি খাতে কৌশলগত সহযোগিতার অংশ হিসেবে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। গতকাল স্থানীয় সময় সকালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির জ্বালানি দপ্তরে এ সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দেশটির জ্বালানি সেক্রেটারি ক্রিস রাইট এবং বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এতে স্বাক্ষর করেন। ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইংয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ক্রিস রাইট ও ড. খলিলুর রহমান
ছবি : প্রেস উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন ডিসি

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সমঝোতা স্মারকটি এমন এক সময়ে স্বাক্ষরিত হলো যখন মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে চলমান সংঘাতের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ তাদের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ সমঝোতা স্মারকটি সাশ্রয়ী মূল্য ও সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে জ্বালানি উৎসের বিকল্পগুলোকে বৈচিত্র্যময় করার মাধ্যমে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর জ্বালানি সহযোগিতার নতুন পথ খুলে দেবে।

এ সমঝোতার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে তেল, গ্যাস, জিওথার্মাল ও জৈব জ্বালানি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি, এলপিজি এবং অন্যান্য জ্বালানি পণ্য আমদানির সুযোগ পাবে।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সমঝোতাকে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রার আরেকটি মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট এ সমঝোতাকে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দূতাবাস ও যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
জ্বালানি উন্নয়ন শাখা

বণিক বার্তা

15 MAY 2026

আইসিসিবিতে বাংলাদেশ-চায়না গ্রিন টেক্সটাইল প্রদর্শনী শুরু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঢাকার কুড়িলে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) শুরু হয়েছে 'সেকেন্ড বাংলাদেশ-চায়না গ্রিন টেক্সটাইল এক্সপো ২০২৬'। টেকসই পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনীর আয়োজক প্রতিষ্ঠান সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সেভর ইন্টারন্যাশনাল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন; চাইনিজ এন্টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশের সভাপতি হান কুন; ওভারসিজ চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশের সহসভাপতি লিসা লু। অন্যদের মধ্যে আরো ছিলেন বিজিএমইএ পরিচালক শাহ রায়ীদ চৌধুরী; বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোহাম্মদ খোরশেদ আলম; বিজিবিএ সভাপতি মো. আব্দুল হামিদ এবং সেভর ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফয়েজুল আলমসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

প্রদর্শনীটির সহআয়োজক হিসেবে রয়েছে চাইনিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ (সিইএবি)। এছাড়া সহযোগী অংশীদার হিসেবে রয়েছে চীনের দূতাবাস, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ গার্মেন্টস বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ), জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ও সাংহাই ক্লাইমেট উইক। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব টেক্সটাইল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশ ও চীনের বিভিন্ন খ্যাতনামা টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। প্রদর্শনীতে পরিবেশবান্ধব ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য টেক্সটাইল প্রযুক্তির প্রদর্শন, বিটুবি সভা, সেমিনার ও প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে বাংলাদেশ ও চীনের শীর্ষ উদ্যোক্তারা অংশ নিচ্ছেন। আয়োজকরা জানান, প্রদর্শনীটি ১৪ থেকে ১৬ মে ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

15 MAY 2026

PPP solar plant planned in economic zone

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh has moved to build its first public-private partnership (PPP)-based solar power project in a special economic zone, as the government seeks to ease pressure from costly fuel imports and attract private investment into renewable energy.

The proposed project, planned at Sonagazi in Feni, aims to generate 130-140 megawatts (MW) of grid-tied solar electricity along with battery storage facilities on 412 acres of land owned by the Bangladesh Economic Zones Authority (Beza).

Officials unveiled the plan at a workshop in Dhaka yesterday, attended by representatives from the power division, Bangladesh Power Development Board (BPDB), Power Grid Bangladesh PLC (PGCB), development partners, and private investors.

The initiative comes at a time when Bangladesh is struggling to expand renewable energy capacity despite repeated policy commitments, while dependence on imported fossil fuel continues to strain foreign exchange reserves and increase subsidy burdens.

Officials said the Sonagazi project would serve as a pilot model for utilising unused government land to attract private capital.

Joining a workshop at the project site the same day, Power, Energy and Mineral Resources Minister Iqbal Hassan Mahmood said the government could announce an investment-friendly policy for the solar sector by June, expressing hope that the renewable energy sector could witness growth similar to the country's garment industry.

The minister said the government will act as a facilitator and will provide support to do profitable business in this sector by formulating an investment-friendly policy very soon.

"The government may waive taxes on frames, photocells, batteries, and more, to reduce the business cost, enhance storage capacity and facilitate the solar energy business," he said.

Bangladesh must now move toward a more balanced power generation mix, the ministry's state minister Aninda Islam Amit said.

"Imported fuel will continue to have a role, but excessive dependence on imported energy exposes the country to international price shocks, foreign exchange pressure, and fiscal burden." "The Sonagazi project is an important test case," he said, adding that the project is also forward-looking because of the potential inclusion of battery energy storage.

It is located at the National Special Economic Zone, where Beza-owned land can be used for clean energy generation. The proposed project structure brings together the key institutions: Beza as land owner and project sponsor, BPDB as the offtaker, PGCB for grid evacuation, Power Division for policy support, Sustainable and Renewable Energy Development Authority (Sreda) for renewable energy policy coordination, and Public-Private Partnership Authority (PPPA) for PPP structuring and procurement support.

Beza Executive Chairman Ashik Chowdhury said procurement for the project could begin by August this year.

"Under the arrangement, the BPDB will act as the contracting authority and offtaker of the electricity generated from the plant," he said.

The government approved new guidelines on April 7 for developing renewable energy projects on land owned by public agencies under the PPP model, according to officials. The project also received policy approval from the Advisory Committee on Economic Affairs in March last year.

The Asian Development Bank (ADB) will support feasibility studies, financial modelling, environmental impact assessments and tender assistance for selecting a private partner through international competitive bidding.

The Financial Express

15 MAY 2026

Japanese delegation visits Ctg port

OUR CORRESPONDENT

CHATTOGRAM, May 14: A high-level delegation led by Ambassador of Japan SAIDA Shinichi visited Chittagong Port on Thursday to discuss strategic infrastructure projects and enhance bilateral maritime cooperation.

Chittagong Port Authority (CPA) Member (Harbor and Marine) Commodore Ahmed Amin Abdullah welcomed the ambassador.

The delegation held talks with senior officials of the port at the CPA boardroom. During the discussions, the port's operational capabilities, future expansion plans, and its important role in regional trade were highlighted. In addition, the integration of modern technology and safety standards into the port management was also given importance.

The delegation also had a fruitful discussion on the Matarbari Deep Sea Port Development Project and other ongoing development projects of the CPA. The discussions mainly focused on technical cooperation, project timelines, and maritime cooperation between Bangladesh and Japan.

The ambassador's visit concluded with a field visit to the Chittagong port's operational areas. The delegation expressed deep satisfaction with the overall progress of Chittagong Port.

Mochida Yutaro, First Secretary of the Embassy of Japan in Bangladesh, and Fujimoto Saori of the delegation were present during the visit.

Among others, CPA Member (Engineering) Commodore Md. Mazharul Islam Jewel, Member (Administration and Planning) Md. Samimuzzaman (Additional Secretary) and senior officials were present at the meeting.

nazimuddinshyamol@gmail.com

The Financial Express

15 MAY 2026

BD China Business Summit on May 16

FE REPORT

A daylong international business and investment networking event styled as 'Bangladesh China Business Summit 2026' will be held in the city on May 16, aiming to strengthen bilateral cooperation between the two countries.

The event is expected to create a platform for international investment opportunities, strategic partnerships, and long-term economic collaboration among the participants representing Bangladesh and China.

Bangladesh China Club Ltd. (BCCL), organiser of the event, announced the event through a press release issued on Wednesday.

Representatives from the Global Chinese General Chamber of Commerce, China, and the International Business Strategy Committee of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Business Federation are collaborating with the BCCL to host the event.

United Commercial Bank PLC (UCB) is the title sponsor of the event.

Chairman of Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) Muzaffar Ahmed will attend the event as the chief guest.

The summit will feature international business networking session, b2b business matching opportunities, Bangladesh investment presentation, China-Bangladesh trade & investment discussion, banking & financial collaboration session and one-to-one investor meeting session.

saif.febd@gmail.com

The Business Standard

15 MAY 2026

Businesses seek policy reforms, tax relief ahead of FY27 budget

TAX – BANGLADESH

TBS REPORT

Business leaders at a pre-budget discussion on Thursday (May 15) called for sweeping policy reforms, reduced tax burdens and stronger industrial support, arguing that the current taxation regime is discouraging investment and hurting local manufacturing.

Speaking at an NTV programme at capital's Tejgaon titled 'Kemon Budget Chai' ahead of the FY2026-27 national budget, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) president Mohammad Hatem said the existing tax structure was "completely against investment and business."

While acknowledging some recent government initiatives, including efforts to reopen closed factories, Hatem said businesses are still struggling under what he described as an 'oppressive' tax system.

"We expect policy support more than anything else," he said. "Every year we discuss the budget, but ultimately we see no real outcome."

Explaining the burden of Advance Income Tax (AIT), Hatem said a small or medium-sized export-oriented factory with an annual export turnover of Tk100 crore has to pay around Tk1 crore in AIT.

He also criticised the lack of tax adjustments and refunds, saying exporters are forced to pay additional taxes through TDS and on fixed deposits linked to export facilities.

BKMEA president urged the government to ease the tax burden on businesses., saying, "Please give us some relief from this oppression. We simply cannot afford it anymore. Every year, our core capital base is shrinking because of this kind of taxation system."

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) president Showkat Aziz Russell also stressed the need for a reasonable and acceptable budget, warning that industrial competitiveness is being undermined by inconsistent policies.

Referring to the ongoing gas crisis, he said production across industries had been affected due to inadequate energy supply.

Highlighting challenges faced by the textile sector, Russell said that current import policies were discouraging local yarn manufacturing.

"If you import cotton, there is a 2% tax, while importing yarn becomes easier. That effectively discourages domestic manufacturing," he said.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো